সিগমুন্ড ফ্রয়েড : জীবন ও গ্রন্থপঞ্জি

১৮৫৬ (৬ই মে) : মোরাভিয়ার অন্তর্গত ফ্রাইবার্গ শহরে জন্ম। বাবার নাম জেকব ফ্রয়েড (Jacob Freud) এবং মায়ের নাম এ্যামেলি নাথানসন (Amelie Nathansohn).

১৮৬০ : ফ্রয়েডের বাবা তাঁর গোটা পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে ভিয়েনাতে বসবাস শুরু করেন।

১৮৬৫ : ফ্রয়েড 'জিম্‌নাসিয়াম' (মাধ্যমিক স্কুল)-এ ভর্তি হন।

১৮৭৩ : ডাক্তারি পড়বার জন্যে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

১৮৭৬-৮২ : ভিয়েনার 'ইনস্টিট্যুট্ অব ফিজিওলজি'তে অধ্যাপক ব্রুক (Brücke) এর অধীনে গবেষণা শুরু করেন।

১৮৭৭ : অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy) ও শারীরবিদ্যার (Physiology) উপর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই তাঁর প্রথম প্রকাশনা।

১৮৮১ : ডাক্তারি পাশ ক'রে এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

১৮৮২ : মার্থা বার্নেস (Mertha Bernayes)-এর সঙ্গে বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়।

১৮৮২-'৮৫ : ভিয়েনা জেনারেল হাসপাতালে চাকরি করেন। সেখানে মস্তিষ্কের অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যার (cerebral anatomy) উপর মনোনিবেশ করেন এবং ঐ বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১৮৮৬-'৮৭ : কোকেন নিয়ে গবেষণা করে কোকেনকে কী ভাবে ডাক্তারি শাস্ত্রে ব্যবহার করা যায় তার সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১৮৮৫ : ফ্রয়েড স্নায়ুরোগ বিদ্যা (Neuropathology) পড়াবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

১৮৮৫ অক্টোবর-
১৮৮৬ ফেব্রুয়ারী : প্যারিসের সালপেত্রিয়েরে (Salpêtriêre)। স্নায়ুরোগ চিকিৎসালয়ে (hospital for nervous diseases) ডঃ শার্কোর (Charcot) অধীনে পড়াশুনো ও গবেষণা করেন। সেই সময় থেকেই ফ্রয়েডের হিস্টিরিয়া ও সম্মোহন বিদ্যায় উৎসাহ দেখা যায়।

১৮৮৬ : মার্থা বার্নেসের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। এবং ভিয়েনায় ব্যক্তিগতভাবে স্নায়ুরোগের চিকিৎসা (private practice in

nervous disease) শুরু করেন।

১৮৮৬-'৯৩ : ভিয়েনার কাসোউইট্জ ইন্স্টিট্যুট (Kassowitz Institute)-এ স্নায়ুরোগ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যান এবং শিশুদের সেরিব্র্যাল প্যালসি (Cerebral palsy) নিয়ে গবেষণা করেন এবং বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সময়ই তিনি ধীরে ধীরে স্নায়ুরোগ থেকে মানসিক রোগের দিকে ঝুঁকতে থাকেন।

১৮৮৭ : প্রথম কন্যা-সন্তান মাথিলডে (Mathildé)-র জন্ম হয়। এই সময় থেকেই ফ্রয়েড হিস্টিরিয়া রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে সম্মোহনের ব্যবহার শুরু করেন। এছাড়া এই সালেই ফ্রয়েডের সঙ্গে উইলহেল্ম ফ্লিস (Wilhelm) Fliess) নামে একজন চিকিৎসকের সঙ্গে বার্লিনে আলাপ হয় এবং ১৯০২ সাল পর্যন্ত নানারকম চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলে। সেই সমস্ত পত্রগুচ্ছ ১৯৫০ সালে ফ্রয়েডের মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরে প্রকাশিত হয় যা পড়লেই বুঝতে পারা যায় যে, ফ্রয়েডের ভবিষ্যতের মূল চিন্তাধারা ঐ সময়ই বিকাশ লাভ করেছিল। এই চিঠির মধ্যেই 'Project for Scientific Psychology'—শীর্ষক নিবন্ধটি ছিল যাতে তাঁর ভবিষ্যৎ চিন্তাধারার আভাস বর্তমান।

১৮৮৮ : বিরেচন পদ্ধতিতে হিস্টিরিয়ার চিকিৎসায় ব্রয়ারের অনুকরণে সম্মোহনের ব্যবহার শুরু করেন এবং এই বছরেই ধীরে ধীরে সম্মোহন পদ্ধতি ত্যাগ করে অবাধ ভাবানুষঙ্গ (free association) পদ্ধতিতে মানসিক রোগের চিকিৎসা শুরু করেন।

১৮৮৯ : প্রথম পুত্র মার্টিন (Martin)-এর জন্ম হয়।

১৮৯১ : এ্যাফেসিয়া (বাক্‌রোধী মস্তিষ্ক-পীড়াবিশেষ) বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

এই সময়ই তাঁর দ্বিতীয় পুত্র অলিভার (Oliver)-এর জন্ম হয়।

১৮৯২ : এই সময় কনিষ্ঠ পুত্র আর্নস্ট (Ernst)-এর জন্ম হয়।

১৮৯৩ : ব্রয়ার-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে হিস্টিরিয়া ও বিরেচন পদ্ধতির উপর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যাতে ঘাততত্ত্ব (trauma theory)-র কথা প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল—'Preliminary Communication'. এই বছরেই তাঁর দ্বিতীয় কন্যা সোফির (Sophie)-র জন্ম হয়।

এই সময় থেকে ১৮৯৮ পর্যন্ত তিনি নানারকম গবেষণার কাজে নিযুক্ত থাকেন এবং হিস্টিরিয়া (Hysteria), আবেশ (Obsessions) এবং উৎকণ্ঠা (Anxiety)-র উপর ছোট ছোট

প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

এই সময় থেকেই ফ্রয়েডের সঙ্গে ব্রয়ারের মতবিরোধ শুরু হয়, যার ফলে ১৮৯৬ সালে তাঁর ব্রয়ারের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে।

এই সময় থেকে ১৮৯৬ সালের মধ্যে তিনি ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন যে, প্রতিরক্ষা (defence), অবদমন (repression) এবং বায়ুরোগ (neurosis) অহম্ ও লিবিডোর মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে উৎপন্ন।

১৮৯৫ : ফ্রয়েড ফ্লিস (Fliess)-কে চিঠির মাধ্যমে "Project for a Scientific Psychology" নামক নিবন্ধটি পাঠান। এই নিবন্ধে তিনি মনোবিজ্ঞানকে স্নায়ুবিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া তাঁর ভবিষ্যৎ চিন্তাধারার অনেক আভাস দিয়েছিলেন।

১৮৯৬ : 'মনঃসমীক্ষণ' ('psychoanalysis') শব্দের ব্যবহার প্রথম করেন।

১৮৯৭ : ফ্রয়েড আত্ম-বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন এবং ঘাততত্ত্ব (trauma theory)-কে বিসর্জন দিয়ে শিশুর যৌন জীবন এবং ঈদিপাস গুঢ়ৈষার কথা বলতে শুরু করেন।

১৯০০ : *Interpretation of Dreams* বইটির শেষ অধ্যায়টি লিখে শেষ করেন এবং তাতে মানসিক ক্রিয়ার (mental process) গতিশীলতার (dynamicity) কথা ঘোষণা করেন, বিশেষ করে নির্জ্ঞান মন যে গতিশীল তা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ই তিনি সুখ-নীতির (pleasure principle) প্রাধান্যের কথা বলতে শুরু করেন।

১৯০১ : এই সালে ফ্রয়েড *The Psychopathology of Everyday Life* গ্রন্থটি শেষ করেন। এই বইটি এবং *Interpretation of Dreams*—এই দুটি বই পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তাঁর মনঃসমীক্ষণ রূপ বিজ্ঞানটি শুধু মানসিক রোগগ্রস্ত লোকের মনকেই ব্যাখ্যা করে না, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মনও ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ এই দুটি বই পড়লে একথা স্পষ্ট হয় যে, ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ কেবলমাত্র একটি চিকিৎসা পদ্ধতি (therapeutic method) নয়, এটি মন এবং মানসিক ক্রিয়া সম্বন্ধে একটি সাধারণ বিজ্ঞান (General Theory of Mind)।

১৯০২ : বিশেষ অধ্যাপক (Professor Extraordinarius) রূপে নিযুক্ত হন।

১৯০৫ : এই সালে তিনি *Three Essays on the Theory of Sexuality* গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থটিতে শিশুকাল থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত যৌন প্রবৃত্তির বিকাশের পথটি বিবৃত করেন।

১৯০৬ : কার্ল গুস্তভ য়ুঙ (Karl Gustav Jung) মনঃসমীক্ষণের সঙ্গে যুক্ত

হন।

১৯০৮ : সলস্‌বুর্গ (Salzburg)-এ মনঃসমীক্ষণের উপর প্রথম আন্তর্জাতিক সভা বসে।

১৯০৯ : মনঃসমীক্ষণ বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য ফ্রয়েড এবং য়ুঙ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রিত হন। শিশুর যৌন জীবনের ক্রমবিকাশ, ইদিপাস গুঢ়ৈষা এবং উপস্থচ্ছেদের ভীতি সম্বন্ধে ফ্রয়েডের যে মতবাদ তা পরিণত মানুষের মনঃসমীক্ষণ করে তিনি অনুমান করেছিলেন। এই সময় ফ্রয়েড লিট্‌ল হানস্‌ (Little Hans) নামে একটি পাঁচ বছরের ছেলের মনঃসমীক্ষণ করতে করতে শিশুমন সম্বন্ধে তাঁর উপরিউক্ত মতবাদের সত্যতা যাচাই করবার সুযোগ পান। এটিই তাঁর শিশুমনের প্রথম সমীক্ষণ হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

১৯১১ : এই সময় থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত তিনি মনঃসমীক্ষণের পদ্ধতি বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।
এই সালেই তাঁর এ্যাড্‌লারের (Adler) সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে।

১৯১২ : এই সময় থেকে একবছর ধরে নৃতত্ত্ব (anthropology) বিষয়ে মনঃসমীক্ষণের প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেন এবং এর ফলস্বরূপ 'টোটেম্‌ ও ট্যাবু' (*Totem and Taboo*) নামক গ্রন্থটি রচিত হয়।

১৯১৪ : প্রথম স্বকাম (narcissism)-এর তত্ত্ব প্রকাশ লাভ করে।

১৯১৪ : য়ুঙ (Jung)-এর সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে মতবিরোধ চলছিল। এই সময় য়ুঙ-এর সঙ্গে ফ্রয়েডের বিচ্ছেদ ঘটে। এই সময়ই তিনি তাঁর জীবনের শেষ কেস্‌ হিস্ট্রি (Case history)—"Wolf Man" রচনা করেন যা ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়।

১৯১৫ : এই সময় তিনি মনঃসমীক্ষণের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে বারোটি প্রবন্ধ লেখেন। এগুলিকে তিনি 'metapsychological papers' আখ্যা দিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে মাত্র পাঁচটি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই সময় থেকে দু'বছর ধরে অর্থাৎ ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তিনি *Introductory Lectures on Psychoanalysis* গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থটিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত তাঁর যে মতবাদ ছিল তা স্থান পায়।

১৯১৯ : যুদ্ধকালীন নিউরোসিস (War neurosis)-এর ক্ষেত্রে স্বকামের (narcissism) তত্ত্ব প্রয়োগ করে কৃতকার্য হন।

১৯২০ : এই সালে তাঁর দ্বিতীয় কন্যার মৃত্যু হয়। এই সালেই তাঁর *Beyond the Pleasure Principle* নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়—যে গ্রন্থে তিনি মরণ প্রবৃত্তি (death instinct) এবং অনুকর্ষী পুনর্বৃত্তি

(compulsion to repeat) নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন।

১৯২১ : এই সময় তিনি গোষ্ঠী মনোবিদ্যা বা *Group Psychology* নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি অহম্ (ego) সম্বন্ধে আরও রীতিবদ্ধ (systematic) গবেষণা আরম্ভ করেন।

১৯২৩ : *The Ego and the Id* নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি অহম্ (Ego), অদস্ (Id) এবং অধিশাস্তা (Super-ego)-র গঠন ও ক্রিয়া বিষয়ে তাঁর পরিবর্তিত মতবাদ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

এই বছরেই তাঁর প্রথম ক্যান্সার রোগের আক্রমণ হয়।

১৯২৫ : এই সময় মহিলাদের যৌন ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তাঁর পরিবর্তিত মতবাদ গঠিত হয়।

১৯২৬ : উৎকণ্ঠা (anxiety) সম্বন্ধে তাঁর পরিবর্তিত মতবাদ *Inhibitions, Symptoms and Anxiety* নামক গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়।

১৯২৭ : *The Future of an Illusion* গ্রন্থটি রচিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন। এটিই তাঁর সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের প্রথম প্রকাশ। এই সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ এই সময় থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি করে গেছেন।

১৯৩০ : *Civilization and its Discontents* নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি মরণ প্রবৃত্তি (death instinct)-র প্রকাশ হিসেবে আক্রম প্রবৃত্তি (destructive instinct) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই সময় ফ্রাঙ্কফুর্ট (Frankfurt) শহরে তিনি গোটে (Goethe) পুরস্কার লাভ করেন। এই বছরেই ৯৫ বছর বয়সে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়।

১৯৩৩ : হিটলার জার্মানীর সর্বময় কর্তা হন। তখন তাঁর ইহুদী নিধন যজ্ঞ শুরু হয়েছে। ফ্রয়েড ইহুদি ছিলেন। ফলে বার্লিনে তাঁর সমস্ত গ্রন্থগুলি জনসাধারণের সামনে ভস্মীভূত করা হয়। সম্ভবতঃ এই সময়ই তাঁর বারোটি metapsychological papers এর মধ্যে সাতটি ধ্বংস হয়ে যায়।

১৯৩৪ : *Moses and Monotheism* নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে শেষ গ্রন্থ।

১৯৩৬ : আশি বছরে পদার্পণ করেন। রয়াল সোসাইটির সদস্য (Corresponding member of Royal Society) নির্বাচিত হন।

১৯৩৮ : হিটলার অস্ট্রিয়া আক্রমণ করেন এবং ফ্রয়েড ভিয়েনা ছেড়ে লন্ডনে চলে আসেন।

এই সালেই তিনি তাঁর সারাজীবনের গবেষণার ফল প্রায় সূত্রের আকারে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন। এটি তাঁর মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের উপর শেষ রচনা। এই অসাধারণ, গভীর জ্ঞানপূর্ণ, অসমাপ্ত শেষ রচনাটিই তাঁর মৃত্যুর পরে সম্পাদনা করে *An Outline of Psychoanalysis* শীর্ষক গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করা হয়।

১৯৩৯ : ২৩ শে সেপ্টেম্বর ৮৩ বছরে তিনি লন্ডনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।